কীর্ত্তিবিলাস নাটক ॥

নান্দী ॥

তাঁরে ভজ মন, করেন যে জন, সতত সৃজন, পালনলয়।
ত্রিলোক তারণ, ত্রিলোক ধারণ, অনাদি নিধন, করুণাময় ॥
যাঁহার চরণ, করিলে স্মরণ, হয় হে হরণ, মরণভয়।
কোন বিঘ্ন আর, নাহি থাকে তার, এই কথাসার, নিগমে কয় ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ॥

সূ. [নেপথ্যাভিমুখ অবলোকন করিয়া] প্রিয়ে শীঘ্র আইস।

নী. [নেপথ্য হইতে] হে প্রিয় যাইতেছি, [প্রবেশ করিয়া] আসিয়াছি কি অনুমতি।

সূ. সুশীতল মলয়সমীরান্দোলিত সংফুল্ল সরোজ সমূহের মধুপান প্রয়াসে মধুকরনিকর যে রূপ চঞ্চল চিত্ত হয়, তদ্রূপ তোমার বিধুবদন স্ফুরিত অমৃত

বাক্যে কীর্ত্তিবিলাসনামনাটক প্রবন্ধ শ্রবণ করণ কারণ সমাগত ভদ্র জনগণের অন্তঃকরণ অতিশয় অভিলাষি হইয়াছে।

নটী· নাথ; লজ্জাশীলা অবলা কি প্রকারে বহুজন সমাজ মধ্যে নাটক প্রবন্ধানুকীর্ত্তন করিব। দেখ প্রভাকরের উদয়ে পদ্মিনী আহ্লাদে প্রস্ফুটি হয়; কিন্তু রজনীযোগে কুমুদিনীনায়ক এবং তাঁহার পারিষদনক্ষত্র গণকে দর্শন করিয়া স্বীয় বদন আবরণ পূর্ব্বক অধোমুখী হইয়া যামিনী যাপন করে। অতএব আমি কি রূপে এসজ্জন সমুহ মধ্যে সঙ্গীতাদি করিব।

সূত্র. প্রিয়ে, তোমার এরূপ লজ্জা আমার আহ্লাদ জনিকা বটে, কিন্তু অস্মৎ সদৃশ জনগণের বনিতাদিগের লজ্জা পারিষদ সমুহের কেবল কুতূহলকারিনী কারণ নটের স্ত্রীর লজ্জা এবং বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী লজ্জা উভয়েই উপহাস্যা।

নটী নাথ, আমার প্রমুখাৎ নাটকানুষ্ঠান শ্রবণে যদি সকলের মনোরঞ্জন হয় তবে আমি নাট্যরস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ইতি উভয়ের প্রস্থান।

কীর্ত্তিবিলাস নাটক ॥

প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়।

রাজবাটীতে মহারাজ, মন্ত্রী, এবং অন্যান্য লোকের প্রবেশ।

মহারাজ হেমন্ত্রি, অদ্য আমার মহিষীর জন্মদিবস অতএব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত আয়োজন করহ।

মন্ত্রী. যে আজ্ঞা মহারাজ, সকলি প্রস্তুত. এক্ষণে মহারাজের সন্তোষ হইলেই আমারদিগের উদ্যোগের সাফল্য হয়।

মহা. ভাল ; রাজশাসনের বিষয়—আমার বার্দ্ধক্য ক্রমশঃ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে আমার অতিশয় ক্লেশ বোধ হয়। সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা, যে অন্য কোন আত্মীয় এবং প্রিয় ব্যক্তিকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু কাহাকে এ ভার অর্পণ করি? এমত উপযুক্ত পাত্রকে? রাজচন্দ্রকে এভার অর্পণ করিলে কি ভাল হয়? তুমি কি পরামর্শ দেহ? তিনি কি এবিষয়ে উপযুক্ত? কেহ রাজচন্দ্রকে ডাকিয়া আনহ।

এক দাসের প্রস্থান।

মন্ত্রী. মহারাজের সমস্ত অধিকার মধ্যে আপনকার অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র রাজচন্দ্র।

দাসের প্রবেশ।

দাস. মহারাজ, রাজচন্দ্র মহাশয় উপস্থিত।

মহা. আসিতে কহ।

রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

রাজচন্দ্র অভিবাদন করি মহারাজ।

মহা. রাজচন্দ্র, তুমি অতিশয় সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ তোমার মুখশ্রী দ্বারা তোমার যে অন্তঃকরণ সরল তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। অদ্য তোমার ভগিনীর জন্মদিবস একারণ অতি সমারোহ পূর্ব্বক মহোৎসব হইবে অতএব তুমি উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত নির্ব্বাহ করিবে। তুমি এতক্ষণ কি করিতেছিলে।

রাজ. মহারাজ, অদ্য এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে; এক জন চটুল লোক আসিয়াছে তাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম, এবং তাহার কথা শ্রবণে অতিশয় আমোদে ছিলাম।

মহা. ভাল, তাহাকে আমার নিকটে আনয়নের কোন হানি আছে।

রাজ. কি হানি মহারাজ কিছুই না।

মহা. তবে তাহাকে আনয়ন কর।

রাজচন্দ্রের প্রস্থান।

মহা. রাজচন্দ্র কি উত্তম লোক দেখিয়াছ।

মন্ত্রী. আজ্ঞা হাঁ।

রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

রাজ. মহারাজ, চটুল উপস্থিত।

মহা. কই।

চটুলের প্রবেশ।

চটুল. দাণ্ডিপাৎ মহারাজ।

রাজ. মহারাজ এব্যক্তি আপনকার সমীপে কোন বিষয় কর্ম্মের উপলক্ষে আসিয়াছে।

মহা. [চটুলকে] তোরনাম কি ? তুই কি জাতি ?

চটুল. মহারাজ, মুই জেতে রাজবংশ—মোর নাম ম্যাঘ নাথ।

মহা. তুই কি কর্ম্মচাস্।

মেঘনাথ মুই চৌকেদেরী কাম চাই, এপ্নি যদি কিরিপা করে তবে মোর আর কিছু দুখ থাকে না।

মহা. তুই চৌকিদারী কর্ম্ম কিরূপে করিবি, ভাল তোকে আমি এক কর্ম্ম বলি কর দেখি।

মেঘ. কি কম্ম মহারাজ।

মহা. আচ্ছা, যাহার মাথা কাটিতে কহি তাহার মাথা কাটিতে পারিস্।

মেঘ. এঁজ্ঞে হাঁ, মহারাজ সে মানুষ যদি এইবুড় হয়, কিন্তু ব্যা হলে তার মাথা কাটিতে পারি না

আর যার মাগ মরেছে তার মাথাও কাটিতে পারি।

মহা. তোর কি বিয়ে হয়েছে।

মেঘ. এঁজ্ঞে হাঁ; আমার এক মাগ মরেগেছে আবার বিয়ে করিছি সে আমাকে ঘরে থাকতে দ্যায় না বলে যার ধন নেই তার বেঁচে সুখ কি।

মহা. এ অতিশয় তামসিক লোক এতএব ইহাঁকে আমা দিগের নিকটে রাখহ।

রাজ. আপনকার যাহা অনুমতি হয়।

মহা. ভাল তবে উহাকে কহ।

রাজ. [মেঘনাথকে] তবে তুই মহারাজার দাস হইলি।

মেঘ. মোরে যা হুকুম করে তাই করি।

মহা. এক্ষণে অধিক বেলা হইয়াছে অতএব সকলে গৃহে গমন কর।

সকলে. যে আজ্ঞা মহারাজ।

মেঘনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মেঘ. হায় কি নির্ব্বোধ রাজা? পাগল জ্ঞান করিয়া কৌতুক করিবার কারণ আমাকে রাখিলেক; হোঃ তাহাই আমি চাহি, যে আমার বিশৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া তোমার কুব্যবহার সংশোধন হউক; এক সামান্যা নারীর মায়াজালে পতিত হইয়া সন্তান

দিগের প্রতি দুষ্টাচার করিতেছ কি নিষ্ঠুরতা—কি মূঢ়ত্ব—বৃদ্ধ হইয়াও কিছুই জ্ঞান হইল না ॥

রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজপুত্র কেমন বন্ধু মহারাজার সহিত কথোপকথন করিয়াছ।

মেঘ. হাঁঃ——

মুরারির প্রবেশ।

রাজপুত্র কি ভাই বিরস কেন।

মুরা. দাদা তোমার অন্বেষণ করিতেছিলাম, দেখছ মা আমাকে মারিয়াছে।

মুরারি আঘাত দেখান।

রাজপুত্র আহা তুমি কি নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করিয়াছিলে।

মুরা. অদ্য বাটীর ভিতর অনেক দ্রব্যাদি আসিয়াছে তাহা দেখিতেছিলাম, আমার দোষ এই যে আমি কেবল এক দ্রব্যে হাত দিয়াছিলাম এই নিমিত্ত তিনি আমাকে এরূপ আঘাত করিয়াছেন, অন্য অন্য লোকেরাও হাত দিতেছেন তাহাদিগকে কিছুই বলেন না।

রাজপুত্র ভাই তুমি খেলাকর আমি বাটীর ভিতর গিয়া ইহার সমোচিত দণ্ড করিব।

মুরারির প্রস্থান।

রাজপুত্র বন্ধু দেখিলে বিমাতার কীৰ্ত্তি।

মেঘ. বন্ধু কি করিব উপায় নাহি।

মুরারির প্রবেশ।

মুরা. দাদা তোমাকে একবার বাটীর ভিতর ডাকিতেছেন।

রাজপুত্র তবেবন্ধু আমি এক্ষণে গমন করি তোমার সহিত অন্য এক সময়ে কথা কহিব।

মুরারি এবং রাজপুত্রের প্রস্থান।

মেঘ. হে জগদীশ্বর। এই সংসার মণ্ডলে নানাবিধ মনুষ্য। সকলেই আশালতায় বদ্ধ হইয়া আকাশ কুসুম স্বরূপ ভাবি সুখাভিলাষে মিথ্যা ভ্রমিতেছে; পরলোক ক্ষণমাত্র চিন্তা করেনা; এই ক্ষণভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর সংসার মত্ততায় যথার্থ তত্ত্ববিস্মৃত হইয়া মিথ্যা কালহরণ করিতেছে। প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভোগ কিঞ্চিৎ কাল করিলেই পুনর্ব্বার নূতন বিষয় প্রাপ্তির বাসনা করে কিন্তু কোন রূপে যথার্থ সুখ প্রাপ্ত হয় না। দেখ এই বৃদ্ধ রাজা অদ্যাবধি এক নবীনা প্রমদাতে মত্ত হইয়া বৃথা কালযাপন করিতেছে।

যখন করাল কাল বধিবে জীবন।
অসার আশার ফল জানিবে তখন ॥
দেখিতে সুন্দর অতি অতি মনোলোভা।
নিরন্তর অন্তর হইতে পায় শোভা ॥
বাসনা মনেতে সদা পাই এই ফল।
কি ফল একলে বল বিফল কেবল ॥
ইতি মেঘনাথের প্রস্থান ॥

প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় ॥

রাত্রিকালে পথিমধ্যে রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজপুত্র নগরের সর্ব্বস্থানেই প্রচুর আলোক হইয়াছে; হায় আমার অন্তঃকরণ দারুণ অন্ধকারময়। এই নগর আলোকময় দর্শন করিয়া নক্ষত্রগণ বিরস হইয়াছে তাহাতে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। হাঃ মানবগণের কি ভ্রান্তি? সকলেই সুখাভিলাষি হইয়া স্বভাবের বিপরীত কর্ম্মকরিয়া থাকে—কখন এমত বিবেচনা করেনা যে জগৎ কর্ত্তার নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিলেই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়াযায়, ইহারা এই অন্ধকারময় রজনীকে দিবসের ন্যায় দীপ্যমান করিবার মানস করিয়াছে

দিবাকরের প্রজ্বলিত কিরণে পরিতুষ্টনহে—যে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থাকে যৌবনদশা জ্ঞানকরে সে অনায়াসেই রাত্রিকে দিবস করিবার উদ্যোগ করিতে পারে। অদ্য আমার বিমাতার জন্ম দিবস—[বাদ্য শ্রবণকরেন]—আমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান করি কারণ রাজসভাস্থ অনেকলোকেরা আসিতেছে।

রাজপুত্রের প্রস্থান ॥

মহারাজ, মন্ত্রী, এবং অন্যান্যলোকের প্রবেশ ॥

মহা. সকলে পরমানন্দে এই যামিনী যাপনকর ॥

সকলে. হে পরমেশ্বর, আমাদিগের মহারাজ এবং রাজমহিষী চিরজীবি হউন্।

মহা. এক্ষণে রাজবাটীতে চল।

সকলের প্রস্থান। মেঘনাথের প্রবেশ।

মেঘ. রাজার উন্মত্ততা দর্শন করিয়া এই ধীরা ধরণী ব্রীড়ায় তিমির স্বরূপ অম্বরাবৃতা হইয়াছে। আমার মনও অশীত নিশীথিনী অপেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণ দহন হইতেছে বটে—হায় এ অনল আলোকবিহীন অতএব আমার মনের তিমির দূরীকরণার্থ এমত আলোক কোথায় যে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দাহিকাশক্তি থাকিবেক না কেবল সুশীতল জ্যোতিদ্বারা অন্তঃকরণ আলোক

ময় করিবেক [এক শব্দ শ্রবণ করেন] কেও, এস্থলে নিশাকালে, এমত কোন ব্যক্তি যে অদ্য রাজ বাটীতে গমন নাকরিয়া একাকী রজনীতে ভ্রমণ করিতেছ।

রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজপুত্র ব্রহ্মাণ্ডে সকলে নিঃশব্দ! এক্ষণে কেবল হিংস্রক প্রাণিবর্গ স্বস্ব অভিপ্রায় সিদ্ধকরিবার কারণ পর্য্যটন্ করে। বটবৃক্ষের গহ্বর হইতে কাল পেচক বিকৃতি ধ্বনি করিতেছে, এবং ত্বরিত বায়ু বেগ দ্বারা বৃক্ষের পত্র কম্পিত হওয়াতে অজাগর সর্পের নিশ্বাসতুল্য শব্দ হইতেছে। হে বন্ধো আমার হৃদয় শোকসাগরে নিমগ্ন। এই সাগর প্লাবিত হওয়াতে সাগরনীর নয়ন হইতে প্রবহন হইতেছে। রাজমহিষীর জন্মদিবস প্রতিষ্ঠা করিবার কারণ নানাবিধ বাদ্য! হাঃ শৃগাল সমূহ উচ্চৈঃস্বরে সেইবাদ্যের প্রতিধ্বনি দিতেছে।

মেঘ. হে রাজকুমার! এসমস্ত উন্মাদ রোগোদ্ভব।

রাজপুত্র হায়, আমার পিতা আমার নহে—ইহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি আমি এক দীন হীন ব্যক্তির সন্তান হইতাম ও আমার জনক অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক আমাকে যত্ন করিতেন, তাহা হইলেও এই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগাপেক্ষা আমার

সুখোদয় হইত। যমযন্ত্রণা সহ্য হয় কিন্তু জন
কের এ প্রকার কুব্যবহার অসহ্য।

মেঘ. হে সুকুমার রাজনন্দন—

রাজপুত্র দেখ কে আসিতেছে—কেও—

প্রাণনাথ [অন্তর হইতে] তুমিকে অগ্রেকহ।

রাজপুত্র মঙ্গলচাহ তবে আপনার নাম ব্যক্তকর, নচেৎ—

প্রাণনাথ ভাল, কহিলেনা—অবিলম্বে প্রতিফল দিতেছি রক্ষক, রক্ষক ঐ দুরাচারকে বন্ধন করহ [রাজপুত্রের নিকট আসিয়া] হে রাজকুমার ক্ষমাকরুন আপনি এস্থানে আছেন তাহা আমি জানিতামনা।

প্রাণনাথের প্রবেশ।

রাজপুত্র তুমিএক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ?

প্রাণনাথ মহাশয়ের অন্বেষণে।

রাজপুত্র যথার্থ?

প্রাণনাথ আজ্ঞা হাঁ।

রাজপুত্র স্বরূপ?

প্রাণনাথ হাঁ মহারাজ।

রাজপুত্র অবিকল কহ?

প্রাণনাথ মহারাজ আমিকি মিথ্যাকহিতেছি।

রাজপুত্র যদি কেহ এমত কহে যে প্রস্তর তূলার ন্যায় কোমল তাহাও বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু এই যে যামিনী যাহা

চাক্ষুষ দেখিতেছি ইহাকে যদি তুমি যামিনী বল তথাপি বিশ্বাসিতব্য নহে।

প্রাণনাথ হে দেব, এস্দীন অধীনের প্রতি এত নির্দ্দয়তা কিকারণ প্রকাশ করিতেছেন।

রাজপুত্র পুনরায় কথা কহিতেছ, অপরাধি হইয়াও অপরাধ জন্য কিঞ্চিৎ অনুতাপ জন্মেনা।

প্রাণনাথ মহারাজ আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

রাজপুত্র আমি কি কহিব, তোমার অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসাকর, কোন অপরাধই মনের অগোচর নহে। আমার সহিত প্রতারণা করিয়া মহারাজার সমীপে গমন করিলেই অনায়াসে আমার কোপানল হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বটে, কিন্তু যে মহাজন এইজগৎ সৃজন করিয়াছেন তাঁহার ক্রোধহইতে কিরূপে মুক্ত হইবে? যদি নিবিড় অরণ্য মধ্যে থাক, যদি মহাসমুদ্রের মধ্যে লুক্কায়িত হও, যদি নক্ষত্র লোকে বাসকর, তথাপি শমনানুচরেরা বলপূর্ব্বক তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া মহানরকের অনলতপ্ত জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ কর—আর অধর্ম্মে মতি করিওনা।

প্রাণনাথ হে দেব বিনা অপরাধে আমাকে কি হেতু অপরাধি করিতেছেন।

রাজপুত্র নরাধম এখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিলে না।

মেঘ· যে ব্যক্তির বাক্যের এবং কর্ম্মের স্থৈর্য্য নাহি সে ব্যক্তির সদৃশ অপকৃষ্ট জীব জগতে কোথায় আছে? শমনদূতেরাও তাহাকে সমভিব্যাহারে লইতে ঘৃণাকরে।

রাজপুত্র দুষ্টব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ লজ্জাও নাহি।

প্রাণনাথ মহারাজ যদি আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিতাম তাহা হইলে আমার অতিশয় লজ্জা এবং ভয় হইত বটে। সাধুগণের অন্তঃকরণ মধ্যে কি কখন মিথ্যা কলঙ্ক ভয় থাকে—মহারাজ কখনই নহে।

রাজপুত্র তুমি আমার সম্মুখ হইতে যাও, তোমার মুখাবলোকন করিতে আমার মন মধ্যে ঘৃণা জন্মে।

প্রাণনাথ মহারাজ যদি এমত অনুমতি করিলেন কি করিব।

প্রাণনাথের প্রস্থান।

মেঘ· মহারাজ এব্যক্তি কে?

রাজপুত্র হাঃ, মহারাজার একজন প্রধানচর—এক জন গণ্য মিথ্যাবাদী, এবং অদ্বিতীয় লম্পট। ইহার অপেক্ষা দুষ্টমতি কুক্রিয়ান্বিত মনুষ্য জগতে কখন দেখা যায় নাহি। নরকে এমত যন্ত্রণা কি আছে যে এ প্রকার দুরাচারদিগকে যন্ত্রণা দেয়।

মেঘ· এব্যক্তি এনিশিতে কি হেতু ভ্রমণ করিতেছে?

রাজপুত্র নষ্ট লোকেরা সতত অন্ধকার অন্বেষণ করে, কারণ অন্ধকার স্বভাবত নষ্টতার অতিশয় প্রিয়। যৎ কালে দিবাকর. মহাসাগর ক্রোড়াগত হয়েন, এবং শৃগাল সমূহ ঘোরতর রাব করত, করাল নিশি থীনীর রথসম্বন্ধীয় ক্লান্ত তন্দ্রাবৃত তুরঙ্গ গণকে জাগরিত করে, বিশাল সংসার মণ্ডল তিমিরাবৃত হয়। তখন লম্পট ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্তথাকে। তখন দস্যুগণ পরদ্রব্য অপহরণ করণে উদ্যোগী হয়।

মেঘ· মহারাজ, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে জগদীশ্বরই আলোক।

রাজপুত্র কিন্তু সংসারের রীতি প্রকৃতি অবলোকন করিলে মন মধ্যে এরূপ ইচ্ছাহয়, যে এই মহীমণ্ডল ঘোর তিমির দ্বারা চিরকাল নিমিত্ত আবৃত হউক। হায়! যদি জগদীশ্বর এসৃষ্টি সৃজন না করিতেন কিম্বা এইক্ষণে এই পাপপরিপূর্ণা পৃথিবীকে ধ্বংশ করেন তাহা হইলে—

দূত [অন্তর হইতে]—কাহারা কথোপকথন করিতেছ।

রাজপুত্র এক অভাগা ব্যক্তি—[দূতের প্রবেশ]

দূত. মহারাজ! আপনি কি হেতু এই মহানিশিতে পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন।

হেম. সে যাহা হউক ব্যনে এক্ষণে রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়, আমরা গৃহে গমন করি চল; আমার অনুমান হয় যে অদ্য প্রাণনাথ আসিবেননা, অতএব ত্বরা করহ।

স্বর্ণ. এই কি হবে।
বলিয়া কহিয়া এখন এমন কি করিবে।
যাহার লাগিয়া সই, মোরা এতদুঃখ সই, তাহার কি রীতি এই, আমাদের মজাবে।

সকলের প্রস্থান। প্রাণনাথের প্রবেশ।

প্রাণনাথ হায়, কি আক্ষেপের বিষয়। যে ব্যক্তি নারীদিগের কথা বিশ্বাস করে সে অতিশয় অজ্ঞ। স্ত্রীজাতিরা ছলেকলে পুরুষজাতির মন অপহরণ করে কিন্তু—

রক্ষকেরা ধ্বনি করিতেছে।

প্রথম রক্ষক অ্যা ও ও ও ও

দ্বিতীয় রক্ষক অ্যা ও ও ও ও

প্র· রক্ষক ওরে আজিকের রেতের কিছু নুতুনখবর জানিস।

দ্বি· রক্ষক না ভাই আমি কিছু জানি না।

প্র. রক্ষক তবে শোন [প্রাণনাথকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করে] কেও, এনিশীথে এনিবিড় স্থানে, কথাকহ? নতুবা তোমাকে এক্ষণে এই তরবাল দ্বারা নষ্ট করিব।

প্রাণনাথ আমি একজন মহারাজার প্রজা।

দ্বি. রক্ষক [গোপনে] নাভাই একথা ভালনয়, চল ওকে ধরিগে, যদি ও চোর হয় তবে আমারদের বড় হানি হবে।

প্র রক্ষক এবড় মিথ্যে নয় তবেচল ধরিগে—তুমিকেহে [প্রাণনাথকে] তোমার বাড়ী কোথা, রাজার অ্যামন হুকুম আছে যে যদিকেহ অধিক রাত্রিতে এখানে আইসে তবে তাহাকে ধরিয়া আমরা তখুনি কারাগারে লইয়া যাই। ওহে ভাই ওকে ধর।

উভয়ে এরূপ কল্পনা করিয়া প্রাণনাথকে বন্ধন করিল।

প্রাণনাথ হে রক্ষকগণ তোমরা আমাকে কি নিমিত্ত বন্ধন করহ; আমি চোর নহি; আমি এস্থানে কিছু অপহরণ করিতে আসি নাই। তোমরা কি জান না যে আমি এক জন ভদ্রসন্তান, আমার নাম প্রাণ নাথ। আমি মধ্যে২ রজনীযোগে এই রম্য কুসুম কাননে ভ্রমণকরি, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করহ আমি গৃহে গমন করি।

দ্বি. রক্ষক দাদা, একথা শোনা হবেনা দেখেচো কি মজার কথা, চোর হয়ে বলে আমি চোর নই। অ্যাখন আ বার সেধু হচ্চেন। চলওকে কারাগারে নিয়ে যাই।

[অন্য কোন উপায় নাদেখিয়া প্রাণনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে রক্ষকেরা তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে লই য়াগেল।]

দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় ॥

কারাগারে প্রাণনাথের প্রবেশ।

প্রাণনাথ হায় কি দুরদৃষ্ট, রমণীর আশয়ে আশাবদ্ধ হইয়া এস্থানে আসিয়া ছিলাম, কিন্তু অবশেষে সে আশায় নিরাশা হইলাম। আর আমার কি কুগ্রহ নতুবা এতাদৃশ বুদ্ধি কখনই উপস্থিত হইতনা, একারণ অনুভব হয় যে আমার দুরদৃষ্টই বলবান, যে পরের নিমিত্ত চোর হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইলাম। এক্ষণে আমার একুল ওকুল দুইকুল হত হইল, যে স্থলে বিধাতা প্রতিকূল সেস্থলে কে অনুকূল হইবে। চিন্তাতে আমার প্রাণব্যাকুল হইতেছে। হে জগদীশ্বর! হে ভগবন্! কি কহিব আমাকে এমত আপদে নিক্ষেপ করিলে যে তাহাতে আমার জীবন বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

ইতি বিলাপ।

দ্বিতীয়াঙ্ক তৃতীয়াভিনয় ॥

প্রাতঃকালে উদ্যানমধ্যে রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজপুত্র হায় হায়, রমনীগণের কি খলস্বভাব! বিমাতার পীড়নে আমি কি পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার না করিতেছি, যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহা কোনমতেই নিবারণ করা যায় না।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন"।
"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

দেখ, রজনীযোগে কুমুদিনীর সুশীতলকর সুধাকর সহ বিহার সন্দর্শনে নলিনী নম্রমুখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাষিতে থাকেন, পরে প্রভাকর উদয় হইবামাত্র অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া নিজনায়কের নিকট মনের সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করেন, হে নাথ! তোমার প্রচণ্ড প্রখর তেজোময় কিরণদ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণির দেহ দগ্ধ হইতে থাকে; কিন্তু কুমুদিনীনায়কের কোমল জ্যোতির্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। প্রেয়সীর খেদ শ্রবণ করিয়া প্রভাকর তেজ সাম্য করিবার অভিলাষ করিলেন, কিন্তু কেমন স্বভাবের প্রভাব সে তেজের

হ্রাসতা হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

মেঘনাথের প্রবেশ।

মেঘ কি চিন্তা করিছেন।

রাজপুত্র বন্ধো কি কহিব—

মেঘ নির্জ্জন কানন মধ্যে বিরস বদনে।
কি নিমিত্ত অকারণে ভাব মনেমনে॥
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ সকলেরি হয়।
সুখ দুঃখ কখন কি চিরকাল রয়॥
এক দিনে ঘন ঘনে বরিষিয়া বারি।
অন্ধকার ভয়ঙ্কর করে দিকচারি॥
পর দিনে সুখাসনে রবি আরোহিত।
আলোক হেরিয়া হয় আনন্দিত চিত॥

রাজপুত্র হে বন্ধো, দুঃখ কারণ আমি চিন্তা করিনাই কিন্তু আমার দুঃখের কারণ চিন্তা করিতেছি। এক সামান্যা রমণী আমার জনককে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে—হায় কি চমৎকার।

মেঘ মহারাজ অবলোকন করুন—লোল ভ্রমর পুঞ্জের নিকুঞ্জে গমনকালে ধীরসমীরে রোমাঞ্চিতা নলিনী হেলয়ী কম্পয়ী ইঙ্গিত করিতেছে। রমণীর হাব ভাব বিলাস পুরুষদিগকে এই রূপে বিমোহিত

করত নষ্টকরে। যে জন সতর্ক হইয়া নারীগণের ঐন্দ্রজালিক মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে সে ব্যক্তিই ধন্য।

রাজপুত্র [শব্দ শ্রবণ করিয়া] এক্ষণে গৃহে চল অনুমান হয় রাজবাটীসম্পর্কীয় কোন লোক আসিতেছে।

রাজপুত্র এবং মেঘনাথের প্রস্থান। মহারাজার প্রবেশ।

মহারাজ. সরস বসন্তকালে পলাশতরূপরি অতি সুন্দর মনোহর বিহঙ্গিনী অবলোকন করিয়া, পথিক যদ্রূপ সেই বিহঙ্গিনী প্রাপনার্থ বিবিধ প্রকার উদ্যোগে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, অথচ তাহার গুণ দোষ কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, তদ্রূপ এই রমণীর নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ দহন হইতেছিল এক্ষণে তাঁহাকে পাইয়া সুস্থির হইলাম।

[নবীন ও মহেন্দ্র নামক দুই জন আমাত্য ইহাঁরা অনতি দুর হইতে মহারাজকে এরূপ দর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং পরস্পর গোপনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন]

নবীন. ওহে মহেন্দ্র, অদ্য মহারাজকে এরূপ বিরূপ ভাবাপন্ন দেখিতেছি ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তেই বা এতাদৃশ প্রলাপালাপ করিতেছেন?

মহেন্দ্র আমার অনুমান হয় ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবেক। নতুবা কি হেতু এমত উন্মত্তের ন্যায় বিজনে আসিয়া একাকী মিথ্যালাপ করিতেছেন? ইহাঁর এমত অবস্থা আমি কখন অবলোকন করি নাই।

মহা. [উহাদিগের স্বর শ্রবণ করিলে] কেও——

নবীন. মহারাজ, আমারা আপনকার অধীন, আমাদিগের নাম নবীন ও মহেন্দ্র।

মহা. কও, তোমরা ভাল আছ?

নবীন. হাঁ মহারাজ, আপনকার মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল; কিন্তু আমারা এক বিষয়ের নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

মহা. তোমরা কি কারণ দুঃখিত হইয়াছ তাহা আমার সমীপে অপ্রকাশ রাখিওনা।

মহেন্দ্র. কি জানেন মহারাজ, মনুষ্য গণ কখন প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারে না; ইহাদিগের মনের ভাব সর্ব্বদা বিকৃতি পায়, কখন যে কোন বস্তুতে ধাবমান হইয়া শরীরের পীড়াদায়ক হয় তাহা কহিতে অশক্ত। আমাদিগের এক জন পরমবন্ধু প্রাণনাথ গতরজনীযোগে কোন কারণ বশতঃ এই উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে উদ্যান

রক্ষকেরা তাহাকে সহসা দেখিতে পাইয়া তস্কর বলিয়া কারাগারেরুদ্ধ করিয়াছে; কিজানি আমা দিগের কি দুর্দশা ঘটিবে। এবিষয়ে আপনকার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ পাইলে আমাদিগের যথেষ্ঠ উপকার হইবেক।

মহা. তোমরা একথা কি প্রকারে শ্রুত হইয়াছ?

মহেন্দ্র. আমরা যখন দুইজনে একত্র হইয়া এস্থানে আসিতে ছিলাম পথিমধ্যে কোন জন সমাজে এবিষয়ের প্রসঙ্গ আমাদিগের কর্ণগোচর হইল; আরঃ—

এক জন দূতের আগমন।

দূত. হে দেব, উদ্যানরক্ষকেরা প্রাণনাথ নামক এক সুন্দর পুরুষের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রধান রক্ষকের সহিত বিচারস্থানে লইয়া আসিয়াছে; অতএব আমি জ্ঞাত করাইতে আসিয়াছি।

নবীন. মহারাজ, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় অতএব কি আজ্ঞা করেন।

মহারাজ. তোমরা দুইজনে অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া এতদ্বিষয় অনুসন্ধান কর পশ্চাৎ আমি গমন করিতেছি।

এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়ে সেই স্থানে চলিলেন; মহারাজ কিয়ৎকাল বিলম্বে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয়াঙ্ক চতুর্থাভিনয় ॥

রাজসভায় প্রাণনাথকে বন্ধন করিয়া রক্ষক ও অন্যান্য লোকেরা দণ্ডায়মান ; পরে নবীন ও মহেন্দ্রের প্রবেশ। কিয়ৎকাল বিলম্বে মহারাজার আগমন।

সকলে. রাজাধিরাজ মহারাজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ধর্ম্ম অবতারের জয় হউক।

প্রধান রক্ষক. মহারাজ, এইব্যক্তি গত নিশাতে উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে ছিল ইহাকে তস্কর বোধ করিয়া আমরা গত রাত্রে কারাগারেরুদ্ধ করিয়াছিলাম এক্ষণে মহারাজার নিকটে উপস্থিত করিলাম—ইতি।

মহারাজ. [প্রাণনাথকে দৃষ্টিমাত্র ক্রোধিত হইয়া রক্ষক গণকে] ছাড়িয়া দেহ এব্যক্তি তস্কর নহে।

প্রাণনাথকে ছাড়িয়া দিল। ইতি সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক প্রথমাভিনয় ॥

যামিনী অবসানে হেমলতার শয়নাগারে প্রাণনাথের প্রবেশ।

হেমলতা. সরলা অবলা আমি অধীনী তোমার।
এতদুঃখ দিলে নাথ লাগিয়া ইহার ॥
কপটে আমারে মিছা দুঃখকেন দেহ।
যেই দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে মম দেহ ॥
ভালবাস কি না বাস কেন হে বলনা।
অধীনীর প্রতি কেন করহে ছলনা ॥
প্রাণ, ভালবাসি বলে কি এত অপমান। তুমি অতিশয় নির্দ্দয়; তোমার সহিত আর কখন আমি মুখালাপনও করিব না। ভালবাসার লক্ষণ ভিন্ন।

প্রাণনাথ. বহুদিবসাবধি তোমার প্রিয়বদন নাহেরিয়া আমার প্রাণ দহন হইতেছে। তোমা বিহীনে কোন দ্রব্যেই আমি যথার্থ সুখসম্ভোগ করিতে পারি না। আমি মণিহারা ফণির ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। তোমার পদ্মলোচন অবলোকনে আমার যে রূপ আহ্লাদ জন্মিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। অপার পারাবার মধ্যে নাবিক বহুকাল পরে পুনরায় তট দর্শন করিলে, যে রূপ পরমানন্দসাগরে মগ্ন হয়, তোমার বিধুবদন দর্শনে আমার তদ্রূপ হইয়াছে।

হেম. যাও যাও যাও প্রাণ জানি হে তোমায়।
প্রেম জাল পেতে ছিলে মজাতে আমায় ॥
এমন চাতুরী কোথা শিখিলে বল না।
পরের মন নিতে জান দিতে জান না ॥
হরিলে রমণীর মন কি গৌরব বল।
সেযে অতি সুকোমল চঞ্চল সরল ॥

ইহা বলিয়া হেমলতা মান করিল।

প্রাণনাথ. বল বল বল দেখি শুনি সহচরি।
কেমনে বলিলে আমি মন চুরি করি ॥
রমণীর মন চুরি করে কোন জনে।
এমন রমণ কোথা আছে ত্রিভুবনে ॥
পয়োধর গিরি মধ্যে রাখিয়াছে মন।
সে মন হরণ করে হেন কোন জন ॥
তরল কটাক্ষ বাণ হানে ঘন ঘন।
পাছে পরে কাড়িলয় আপনার মন ॥

প্রাণনাথ স্তব্ধ হইলে হেমলতা কথা কহিলেক না।

প্রাণনাথ. এই কি উচিত তোমার বলি হে প্রাণ সজনি।
ঢাকিয়ে বিধুবদন মানেতে মজেছ ধনি ॥
তোমার নয়ন বাণ, মান গরল মাখান,
লাগিয়ে করে দহন, আমার প্রাণ অমনি ॥

প্রাণনাথ স্তব্ধ হইলে হেমলতা কথা কহিলেক না।

প্রাণনাথ· নিরন্তর মতান্তর মনান্তর হয়।
অন্তরে অন্তর ভাব একি প্রাণেসর ॥

বলনা বলনা, ও প্রাণ ললনা, ছলনা করনা, করনা করনা।
অনঙ্গ যাতনা, এঅঙ্গে সহেনা, দেখনা দেখনা, করুণা করনা ॥

মানেতে মনেতে অভিমান করি।
এখন হে প্রাণ হে রহিলে কেমনে ॥
দেখনা দেখনা ওহে প্রাণে মরি।
প্রাণ হে দেখ হে রাখ হে নয়নে ॥

বলি প্রেয়সি, রজনী প্রভাতা হয়, কথাকহ। দেখ, প্রভাকর উদয় হইবেন, তন্নিমিত্তে সূরসূত বাণ স্বরূপ কিরণ নিক্ষেপ করত নক্ষত্র গণকে ক্রমে ক্রমে দূর করিতেছেন, তাহারাও আশঙ্কা প্রযুক্ত স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছে। শিশুগণ আহার জন্য মাতৃক্রোড়ে চিৎকারধ্বনি করিতেছে। পশু পক্ষি এবং অন্যান্য জীব জন্তুগণ সকলে প্রফুল্ল হইয়া পরমানন্দে কলরব করিতেছে। সকলেই হর্ষচিত্ত হইয়াছে; কেবল এই অভাগা [আপনাকে] কথা কহ, কথাকহ, এই রবে যামিনী যাপন করিতেছে। তোমাকেও আমি ঐ চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিতেছি, কারণ প্রখরদিবাকরের আতঙ্কে ব্যাকুল হইয়া

কোমলশশি, যেরূপ স্বর্গমর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক গভীর সাগরনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন তদ্রূপ আমাকে দর্শন করিয়া তুমিও ক্রমেং অভিমান সাগরে মগ্ন হইতেছ। বসনেতে মুখাচ্ছাদন করিয়া অম্বর দ্বারা পয়োধরযুগল সম্বরণ পূর্ব্বক অভিমানিনী হইয়া গাম্ভীর্য্যভাবে কালক্ষেপন করিতেছ।

ভাল থাকহ আমি এক্ষণে গৃহে প্রস্থান করি কখন না কখন অবশ্যই দেখা হইবে, যদি ইহার প্রতি ফল দিতে পারি তবে দিব।

প্রাণনাথ প্রস্থান করিলেন। শুধাংশুবদনীর প্রবেশ।

হেম. যে জন আপন নহে, তারলাগি প্রাণদহে, হায় হায় একি দায়,
কিছু নাহি বুঝাযায়, শুন শুন শুধাংশুবদনী।
মনেভাবি প্রতিক্ষণ, প্রাণের কপটমন, মরিমরি কি চাতুরী,
তবু প্রেম সাধ করি, কেন করি বলনা সজনী ॥

হেমলতার প্রস্থান। শুধাংশুবদনীর প্রস্থান ॥

তৃতীয়াঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় ॥

অন্তঃপুর শয়নাগারে রাজমহিষী এবং মহারাজার প্রবেশ।

মহা. প্রিয়ে, অদ্য তোমাকে এতাদৃশ উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি ইহার কারণ কি।

রাজমহিষী· মহারাজ কি কহিব, অদ্য এক চমৎকার দ্রব্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে কিন্তু তাহার মর্ম্ম আমার বোধগম্য হয় নাই; আর আপনকার অধিকারে এরূপ ঘটনা হয় তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃতা হইলাম।

মহা· সে কেমন অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া তুমি কিরূপে বহিঃস্থিত দ্রব্য অবলোকন করিয়াছ।

রাজমহিষী· কেন স্ত্রীলোককে কি বহিঃস্থিত দ্রব্য দেখিতে নাই।

মহা· আমি তোমাকে সে কথা বলিনাই, আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি কোথা হইতে দেখিতে পাইলে, এবং সে দ্রব্যইবা কি।

রাজমহিষী· অদ্য দিবাবসান সময়ে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে আমি অট্টালিকার সর্ব্বোপরিভাগে দণ্ডায়মানা হইয়া চতুষ্পার্শ্বীয় নানাবিধ বস্তু দর্শন করিতেছিলাম, দক্ষিণ হইতে নির্গত মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্রফুল্ল হইল। এইরূপে আমার নয়নদ্বয় কিয়ৎকাল জগদীশ্বরের নানাবিধ সৃষ্টি প্রতি নিক্ষিপ্তছিল, ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধ এবং তাহার সহিত ক্রীড়মাণা হাবভাব হেলা লীলা লাবণ্যাতে সম্পূর্ণা কেলি কুশলা এক সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করিয়া

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে হায় ইহার মর্ম্মকি? অল্পক্ষণপরে কন্দর্পদর্পদমন ভুবনমোহন রূপবান্ এক যুবা তথায় উপস্থিত হইলে ঐ বৃদ্ধ তাহাকে দৃষ্টিমাত্রেই অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক সন্নিকটে বসাইলেন কিন্তু ঐ নবীনানারী বসনদ্বারা স্বীয় বদনাচ্ছাদন করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিল। পরে ঐ স্থানে সকলে প্রমোদিত হইয়া আহারাদি করিলে প্রাচীন আলস্যান্বিত হইয়া নিদ্রাগত হইলেন, কিয়ৎকাল বিলম্বে ঐ সুন্দর পুরুষ এক প্রখর অস্ত্রদ্বারা ঐ বৃদ্ধের মস্তকচ্ছেদন করত নারী লইয়া প্রস্থান করিল। ইহা দর্শন করিতে ছিলাম কিন্তু তেজোময় যে দিবাকর তিনি উক্ত দৃশ্য দর্শনে কাতর হইয়া দুঃখার্নবে পতিত হইলেন। তদ্দ্বারা এতাদৃশ শ্বাস নির্গত হইল যে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া অন্ধকারময় হইল।

মহা· বাস্তবিক আমিও একথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

রাজমহিষী· ইহা চিন্তা করিতেং আমি আপন শয়নাগারে আগমন করিয়া নিজ শয্যায় বসিয়া উদ্বেগসাগরে মগ্নাহইলাম। মহারাজ, অধিক চিন্তা হইলেই শরীরের আলস্য জন্মে সুতরাং আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। অজ্ঞান হইয়া শয্যায় পতিতা হইবামাত্র

ভয়ানক ক্লেশদায়ক স্বপ্ন মজ্জায় উদিত হওত বিবিধ প্রকার শঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মহা। কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?

রাজমহিষী। অনুমান হইল যেন দিবসযোগে নগর মধ্যে দারুণ কলরব হইয়া উঠিল—মহারাজ, কি কহিব—সে কলরব সামান্য নহে, মধ্যে২ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ প্রকাশ করিতেছে। ইহা শ্রবণে আকুলচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া দর্শন করিলাম যে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে;-হায় গগণে প্রজ্বলিত ভাস্কর উদিত নহে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক গোলাকার লৌহপিণ্ড। নক্ষত্রগণ লোহিত বর্ণ হইয়া বিমানে বিরাজিত—এবং অনিবারিত বেগবত পবন দ্বারা পাদপবৃন্দ দোলায়মান, তদুপরি বৃহৎ কাকোলগণ বসিয়া ভয়ানক রাব করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলাম—মহারাজ কহিতে কি, হঠাৎ এক আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম—"হো সন্তান জনকের প্রাণনষ্ট করিয়া জনকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবে এক্ষণে ঘোর কলি উপস্থিত অতএব সকলে সতর্ক হইয়া নিজ ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবা"। ইহা শ্রবণে জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিতা হইবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শয়নাগারের বহির্দ্দেশে শব্দ। রাজমহিষীর প্রস্থান।

এক দূতের প্রবেশ।

দুত. মহারাজ, নাট্যশালে সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞা হইলেই সঙ্গীতারম্ভ হয়।

মহা. আমি ত্বরায় যাইতেছি— [দূতের প্রস্থান]

সুষুপ্তি সময়ে আত্মার পূর্ব্বানুভূত চিন্তা সমূহ অন্তঃকরণে উদয় হইলে স্বপ্নহয় বটে। কিম্বা ঘোর চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইলে নিদ্রাকালে সেই সমস্ত চিন্তা বাস্তবিক অনুভব হয়। শাস্ত্রে কহে স্বপ্ন ভাবি ঘটনাদি উল্লেখকারী। কীর্ত্তিবিলাস সজ্জন নহে। যাহার অন্তঃকরণ অসুখ দ্বারা পরিপূর্ণ সে আপন সুখপ্রাপ্ত হইবার কারণ অনায়াসেই দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে। এক ব্যক্তিকে শমনালয়ে প্রেরণ করিলে যদি অসীম সুখ প্রাপ্ত হওয়াযায় তবে তাহাকে নষ্ট করিবার কি ব্যাঘাত আছে।

মহারাজ প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক প্রথমাভিনয় ॥

রাজবাটীতে রাজপুত্র, সৌদামিনী, এবং এক সহচরীর প্রবেশ।

রাজপুত্র—বীণা গ্রহণ করিয়া সঙ্গীত করহ, আমার অন্তঃকরণ শোকতাপে তাপিত। সঙ্গীত দ্বারা সমস্ত দূর করহ।

প্রতিবিম্ব সমান।
ধনযৌবন মান॥

সহচরী
মহারাজ, উহা নহে।

তরুণীর কক্ষে,
কুমারীর বক্ষে,
দেখি চঞ্চল অম্বর।
অতিমান ভাবে,
বসি মান ভাবে,
ভাবিয়া হয় কাতর॥

সৌদামিনী
আহা—

অভিমান করিমান অন্তরে বসিল।
ত্রিভুবনে সকলেই মানহীন হৈল॥
যতেক দেবতাগণ ভাবে মনেমনে।
কি হইল কি হইল বাঁচিব কেমনে॥
রমণীর বক্ষ বস্ত্র চঞ্চল যেমত।
বাসনা করেছে মান হইতে তেমত॥

সহচরী কি হেতু করিল মান প্রতিজ্ঞা এমন।
রাজপুত্র কি কারণ কর মান জাননা কখন ॥
সৌদামিনী নিজে মান অভিমানী কাহাকে না মানে।
অপমান ভয়হেতু জিজ্ঞাসেন মানে ॥
কি দেখি এমন সাধ হইল তোমার।
ইহাতে এতই সুখ ভাবিয়াছ সার ॥
মান বলে কহিব কি মম অভিলাষ।
দুঃসাধ্য অসাধ্য যাহা কে করে প্রয়াস ॥
সহচরী যাতনা, সহেনা, কি দিব তুলনা।
বাসনা, হবেনা, কেন গো বলনা ॥
সৌদামিনী কটির বসন প্রতি কে করে নিরীক্ষণ।
মনে মনে জানে ভাল এবৃথা আকিঞ্চন ॥
চঞ্চল বক্ষ অম্বর দেখেন সকলে।
দর্শন করিলে হিয়া উঠে জ্বলে জ্বলে ॥
অতএব স্থির হইলে নাহি কিছু সুখ।
সার ভেবেছি এই পাই পাব দুখ ॥
সহচরী হাসিতে হাসিতে যত দেব বলে।
ভেবনা ভেবনা সুখ এই হলে ॥
সৌদামিনী সেই অবধি হইল মান অস্থির চঞ্চল।
পলে হয় পলে যায় সতত চপল ॥

সহচরী এক দেব কহিলেন যত দুঃখ দিলে।
তত দুঃখ পাবে তুমি ভাসিবে সলিলে ॥
রমণীর বক্ষে থাকি সদা দুঃখ পাবে।
রমণীর অশ্রু জলে ভাসিতে হইবে ॥

রাজমহিষী এবং দুই সহচরীর প্রবেশ।

রাজপুত্র জননী——আইস

রাজমহিষী- তোমাদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। সঙ্গীত করহ।

রাজপুত্র অরালমানসী নিতম্বিনী।

প্র. সহচরী ভুজঙ্গ অশেষ খল জগতে বিদিত।

রাজপুত্র সত্য বটে সত্য বটে রমণী ব্যতীত॥

সৌদামিনী গগণে বসিয়া ভানু উল্লাসিত মনে।
কুতূহল করে কত নলিনীর সনে ॥
শরদ নীরদ সবে রঙ্গ করিবারে।
হাসি হাসি আসি বসি উভয় মাঝারে ॥
হেন কালে অলি আসি মকরন্দ আশে।
শরমেতে কমলিনী কিছু নাহি ভাষে ॥
দিবাকর ক্রোধে কহে এই কি উচিত।
এত দিন প্রেম করে শেষে বিপরীত ॥
অহরহ যার সহ সহবাস করি।
তার প্রতি কি কারণ এমত চাতুরী ॥

সহচরী সহবাসে কখন কি প্রেমের জনন।
তাহাহলে ভেক হয় কমলরমণ ॥

রাজমহিষী নারীহৈয়ে নারী নিন্দা করে যেই জন।
নাজানি যাতনা কত পাবে প্রতিক্ষণ ॥

সৌদামিনী. কিনিমিত্ত ঠাকুরণ মিছা দ্বন্দ্ব করা।
রাজার ঘরণী তুমি আমিত অপর ॥

রাজপুত্র. মিছা বিচ্ছেদের কোন প্রয়োজন নাহি।

সৌদামিনী. আমি থাকিবনা থাকিলেই কথাকহিতে হইবে।

সৌদামিনী, রাজমহিষী, এবং সহচরীগণের প্রস্থান।

রাজপুত্র. পূর্ব্বে যাহা কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইল—এইরূপ যে ঘটিয়াছে তাহা আশ্চর্য্য নহে—না হয়, তাহাই চমৎকার। তরণী রমণীর কান্ত স্থবির হইলে অবশ্য ব্যভিচার দোষ হইবার সম্ভাবনা। হায় এই যুবতির অঙ্গভঙ্গ ইঙ্গিত রঙ্গ অবলোকন করিয়া আমার জনক বিমোহিত হইয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ পতির সঙ্কুচিত কপোল পলল দর্শন করত যুবতী তাহাঁকে কেবল অপহেলা করেন। আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া জনক বিবাহ করিলেন এক্ষণে তাহার প্রতি ফল পাইবেন।

রাজপুত্রের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় ॥

প্রাণনাথের বাটীতে স্বর্ণলেখা এবং প্রাণনাথের প্রবেশ।

প্রাণনাথ কেন কেন বিধুমুখি বিরস বয়ান।
বিষাদিত কেন দেখি কহনারে প্রাণ ॥

স্বর্ণলেখা অহরহ যার রূপ বিরাজিত মনে।
সেজন ত্যজিয়া মোরে ভাবে অন্যজনে ॥
হায় হায় একি দায় কহিব কাহারে।
শুন শুন প্রাণনাথ কহিহে তোমারে ॥
তব সঙ্গে প্রেমকরে এই লাভ হলো।
ভাবিতে ভাবিতে আমার পরাণ গেলো ॥

ঘরের বহির্দ্দেশে শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রাণনাথ বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

প্রাণনাথ কেও—[দাসীর প্রবেশ]

দাসী. মহাশয় এক খানি পত্র আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।

প্রাণনাথ কি পত্র দেখি [দাসী পত্রদিলে প্রাণনাথ পত্র পাঠ করিয়া] তুমি তাহাকে কহিও আমি আর তাঁহার সহিত মুখালাপন করিবনা।

প্রাণনাথ ঘরের ভিতর আসিলেন। দাসীর প্রস্থান।

স্বর্ণ. প্রাণনাথ, এ পত্র কে লিখায়াছে ?

স্বর্ণ. কি পত্র পাঠ কর, শ্রবণ করি।

প্রাণনাথ শুন। [পত্র পাঠ করেন]

মম প্রাণনাথ, ওহে প্রাণনাথ,
কেন আর মোরে দেহ হে দুখ।
আমার যন্ত্রণা, কিকহি বলনা,
সব হবে দূর হেরি শ্রীমুখ ॥
তোমার যে প্রাণ, পাষাণ সমান,
চিনেছি হে ভাল বঁধু তোমায়।
বিরহ জ্বালায়, তনু জ্বলে যায়,
তবুতো পরাণ তোমারে চায় ॥
আমি হে অবলা, সরলা দুর্ব্বলা,
কেন আর দুখ দেহ আমারে।
ওহে রসরাজ, করহে বিরাজ,
অভাগিনী দুখিনীর আগারে ॥
মন বাঞ্ছা যত, সব হৈল হত,
প্রাণের বেদনা কহিব কারে।
হে মন্মোহন, রাখহ বচন,
বিনয় করিয়ে কহি তোমারে ॥
মানে অভিমানী, হলাম আপনি,
তোমার সাধনা কিছুনা মানি।

সদয় মদন, হইল যখন,

ভাঙ্গিল সাধের মান অমনি ॥

দেখে মনান্তর, ভাবি নিরন্তর,

কেমনে এমন হইল প্রাণ।

এই সাধ মনে, আসিয়া এখানে,

প্রাণনাথ মোরে করহে ত্রাণ ॥

স্বর্ণ. হেমলতার নিকটে গমন করিবে না?

প্রাণনাথ দেখ, যারে প্রানাধিক ভালবাসি সে যদি কথা নাকহে তবে তাহার সহিত আর কি কথা কহিতে ইচ্ছা হয়।

স্বর্ণ. দেখ, সব শারদনীরদ নীরব হে।

যত চাতকলোচনে নীর বহে ॥

শোক তাপিত চাতকজীবন হে।

বিনে নির্ম্মল নীরদজীবন হে ॥

জলবর্ষ বিনে ঘন শ্বাস বহে।

তবু চাতক বারিদনীর কহে ॥

প্রতিকূল জনে প্রতিকূল নহে।

নাথ, প্রেমদায়ে দেহপাত সহে ॥

প্রাণনাথ তবে। বিনেপঙ্কজ লোচনজবীন হে।

মম চাতকজীবন জীব নহে ॥

হেরি পঙ্কজলোচনে নীর বহে।

হবে চাতকজীবন নীরব হে ॥

স্বর্ণ. আহামরি মরি, সব পরিহরি, যেপণ করি, আছহে প্রাণ।

পিরীতির রীত, করিলে নিন্দিত, হেরি তবরীত, দহিছে প্রাণ॥

কেমনে এ পণ, করি প্রাণধন, এমন বচন, আনিলে মুখে।

স্বরূপ কহনা, নিগুঢ় বলনা———

বহির্দ্দেশে শব্দ। স্বর্ণলেখার প্রস্থান। এক দূতের প্রবেশ।

দূত. আপানাকে মহারাজের সমীপে গমন করিতেহইবে।

প্রাণনাথ চল আমি যাইতেছি—তুমি অগ্রসর হও।

দূত. যে আজ্ঞা।

দূতের প্রস্থান।

প্রাণনাথ যে কর্ম্ম করি, তাহাতেই লোকে আমাকে অপরাধি করে। হেমলতা মিথ্যা অভিমান করিয়া আমার সহিত কথাকহিলনা তাহা কেহই গ্রাহ্য করিলেক না, কিন্তু আমি যে কেবল মুখে কথা কহিবনা বলিয়াছি, এই হেতু আমাকে দোষি করিতেছে, অতএব আর প্রেম করিবনা———

প্রেম প্রেম সদা কহি, প্রেম লাগি যত সহি,

প্রেম তত অবিরত, জ্বালাতন করে রে।

ধিক্ ধিক্ ওরে প্রেম, তবসঙ্গ আর প্রেম,

করিবনা এবাসনা, সদা মনে সরে রে॥

প্রাণনাথের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক তৃতীয়াভিনয়।

রাজবাটীতে প্রাণনাথ, মহেন্দ্র এবং নবীনের প্রবেশ।

প্রাণনাথ· অদ্য মহারাজ আমার অন্বেষণ করিয়াছেন; ইহার কারণ অবগত আছ?

নবীন· আমি বিশেষ কহিতে পারিলামনা।

মহেন্দ্র· আমিজানি অদ্য তোমাকে সঙ্গীত করিতে হইবে।

নবীন. প্রাণনাথ, তুমিকি সঙ্গীত করিতে পার।

প্রাণনাথ· মহেন্দ্রের কথা কেন শুন।

মহেন্দ্র. নবীন—ভাই—প্রাণনাথ উত্তম সঙ্গীত করিতেপারেন।

নবীন. ওহে প্রাণনাথ, একটি গান গাহনা।

প্রাণনাথ· গীত করিতে নাজানিলে কিরূপে গাহিব।

নবীন· যাহাজান তাহাই গাহ।

প্রাণনাথ· আহা, কি মজার কথা।

নবীন. তোমাকে একটি গাহিতেই হইবে।

প্রাণনাথ যদি একান্তই গাহিতে হইবে তবে শ্রবণকর।

কি কহিব প্রাণসখে পিরীতের কেমন জ্বালা।
যে করেছে পিরীতি সে জানে এযেমন জ্বালা॥
অন্য জ্বালা যুড়ায় জলে, এজ্বালা জলেতে জ্বলে,
জলদিলে দ্বিগুণ জ্বলে, কে জানে এ এমন জ্বালা॥
অন্য জ্বালায় তনু জ্বলে, এজ্বালায় হৃদয় জ্বলে,
ভাসি যদি নয়নজলে, তবুতো যুড়ায় না জ্বালা॥

মহারাজার প্রবেশ।

সকলে. অভিবাদন করি মহারাজ।

মহা. চল, উদ্যানে গমন করিয়া প্রীতমনে আমোদ প্রমোদ করিগে ॥

সকলে. ভাল যাহা আজ্ঞা।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক চতুর্থাভিনয় ॥

রাজবাটীতে রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজমহিষী হে অদৃষ্ট! তুমি আমার প্রতি অনুকূল হও। তোমার পীড়নে আমার জীবন দহন হইতেছে, আর যন্ত্রণা দিওনা। পূর্ব্বজন্মে কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম এই বুঝি তাহার ফল ভোগ হইতেছে। যাহা অভিলাষ করি তাহা কখন সিদ্ধহয়না যাহা ঘৃণাকরি অবশেষে তাহাই ঘটে।

এক দাসির প্রবেশ।

দাসী. আপনাকে অদ্য শোকাকুল দেখিতেছি কারণ কি? আপনার এমত কি অসুখ যে চিন্তায় মগ্না হইয়াছেন ॥

রাজমহিষী আলো, দুঃখের কথা কি কহিব, তোর মন যদি আমার শরীরে থাকিত তবে তুই জানিতে পারিতিস্ যে আমার কি অসুখ ॥ নিবিড় অরণ্য মধ্যে

প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌগন্ধ যদ্রূপ বৃথা নষ্ট হয় তদ্রূপ আমার যৌবনাবস্থা বিফলে ক্ষয় হইতেছে। ভ্রমর নাহইলে পদ্মের মহিমা কেজানে। অতএব জীবনধারণ করাতে আমার কিছুই সুখ নাহি। যদি মনোনীত কান্ত পাই তবেই প্রাণ রাখিব নচেৎ এক্ষণেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায় লোকের কি দেখি, অদ্য বহির্দ্দেশে প্রাণনাথ নামক এক পুরুষবর সঙ্গীত করিতেছিলেন তাঁহার সুমধুর রব শ্রবণ করিয়া শ্রবণদ্বয় বিমোহীত হইয়াছে এক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অন্তঃকরণ সেই স্বরে বিহার করিতেছে। তাহাররূপের কথা কিকহিব——

হেরিয়া তাহার রূপ ইচ্ছাহয় মনে।
লুকাইয়া রাখি তারে হৃদয় কাননে॥
কেবলে গন্ধর্ব্বরাজ রূপে চমৎকার।
একরূপ স্বরূপ রূপ কভু নহে তার॥
এহেন সুন্দরে যদি কভু আমি পাই।
অধরে অধর দিয়া জীবন যুড়াই॥
সদামনে সাধকরি নাহয় বিরহ।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া থাকি অহরহ॥

দাসী। আপনি যদি একরূপ কহিলেন তবে কি করিব।

রাজমহিষী নারীর জন্ম কেবল অধর্ম্ম ভোগ মাত্র—কৌমা

রাবস্থায় জনকের শাসন, তরুণাবস্থায় পতির তাড়ন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান দ্বারা জ্বালাতন —কখনই স্বাধীন হইয়া অভিলষিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেনা। যদ্রূপ বিহঙ্গিনী পিঞ্জরে রুদ্ধ থাকিয়া বঞ্চিৎ রম্য কুসুমকাননের বিরহে অহরহ বিষণ্ণহয়—তদ্রূপ আমি আপন অধীনতার কারণ শোকানলে দহন হইতেছি।

দাসী. মাঠাকুরাণি, অন্য কেহও কহিলে একদিন কথা হইত, আপনি রাজমহিষী, আপনার কি দ্রব্যের অভাব? আপনি যখন যাহা অনুমতি করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইবে।

রাজমহিষী আলো, যদি কেহ আমার আপনার থাকিত তবে কি আমার এ দুর্দশা ঘটিত। আমি কাহা কে কহিব, আর আমার কথাই বা কে শুনিবে।

দাসী. আপনার কি দ্রব্যের অভাব, আপনি অনুমতি করুন আমি এইক্ষণেই তাহা উপস্থিত করিব।

রাজমহিষী তুই কি উপস্থিত করিবি? আমি যদি আকাশের চন্দ্র চাহি, তাহা কি তুই আনিতে পারিবি।

দাসী. মাঠাকুরাণি, যদি আমার ক্ষমতায় হইত, তবে আমি আকাশের চন্দ্রই আনয়ন করিতাম।

রাজমহিষী দেখলো, যাহার মনের সুখ নাহি তাহাকে কেহই

সুখী করিতে পারে না।

দাসী. কি হইলে আপনকার মনে সুখোদয় হইবে?

রাজমহিষী মৃত্যু আর কি! এখন দেখ যদি পারিষ।

রাজমহিষীর প্রস্থান।

দাসী. মরণ—মরণ হইলেই কি সুখ হইবে কখনই না। মানুষের অন্তঃকরণে বিশেষ শোক উপস্থিত হইলে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় বটে———

রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজমহিষী কি ভাবিতেছিস্।

দাসী. মাঠাকুরাণ মরণ হইলে কেমনে সুখ হইবে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

বহির্দ্দেশে শব্দ।

রাজমহিষী [গোপনে] দেখতো কে আসিতেছে।

দাসী. [দর্শন করিয়া] মাঠাকুরাণি, মহারাজা আসিতেছেন।

রাজমহিষী এক্ষণে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে; দেখ মহারাজা আইলে তুই গম্ভীর হইয়া থাকিবি।

দাসী. আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহাই করিব।

রাজমহিষী কেশ মোচন করিলেন।

রাজমহিষী. বিবেচনা করিয়া কথা কহিস্; মহারাজা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহাতেই তুই হাঁ কহিবি।

দাসী. যাহা অনুমতি।

রাজমহিষী ভূমির উপর বসিলেন।

রাজমহিষী সতর্ক।

দাসী· যে আজ্ঞা, আর কহিতে হইবেনা——

মহারাজার প্রবেশ।

মহারাজ· কও প্রিয়ে মলিন দেখিতেছিকেন——
কেশ মুক্ত করিয়া বড় যে পাগলিনির ন্যায় বসিয়া আছহ।

মহারাজা স্তব্ধ হইলেন, রাজমহিষী কথা কহিলেন না।

মহারাজ· কি চমৎকার, মৌন হইয়া যে রহিলে।

রাজমহিষী মহারাজ, যদি আপনকার জ্যেষ্ঠ সন্তানের রক্ত দেখাইতে পারেন তাহা হইলেই আমি প্রাণধারণ করিব নচেৎ এক্ষণেই আত্মঘাতিনী হইব।

মহারাজ· প্রিয়ে কি হেতু এমত পণ করিয়াছ।

রাজমহিষী· মহারাজ, আমি কি কহিব, মনুষ্যজাতি মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া এরূপ বাক্য মুখে আনিতে নাহি।

মহারাজ· প্রিয়ে, আমার সম্মুখে কিছু অপ্রকাশ রাখিও না।

রাজমহিষী মহারাজ, ইহাকি কহিবার কথা।

মহারাজ দেখ, আমার নিকটে তুমি সমস্ত কহিতে পার।

রাজমহিষী মহারাজ——

মহারাজ মহারাজ কহিয়াই যে স্তব্ধ হইলে। প্রিয়ে, সমস্ত অবিকল কহ আমি শ্রবণ করি।

রাজমহিষী· মহারাজ, গত রজনীর প্রলয়ঘনঘটা মহান্ধকার নিশীথে কীর্ত্তিবিলাস একাকী খড়্গধারী হইয়া, আমার শয়নাগারে প্রবেশ করিল। তাহার চিত্তের ব্যগ্রতা এবং অন্তঃকরণের বিভ্রান্তি দর্শন করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে কীর্ত্তি, এরূপে কি হেতু তুমি আমার শয়নাগারে উপস্থিত হইয়াছ"। কীর্ত্তিবিলাসের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিলে, মহারাজ, আপনি তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক চ্ছেদন করিতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহে আমি একাকিনী রমণী, সুতরাং তাহার তদ্রূপ আকৃতি এবং সজ্জা অবলোকন করিয়া আমার মনোমধ্যে বিশেষ আশঙ্কা এবং ত্রাস জন্মিল। তৎকালীন বিদ্যুদ্দাম, বজ্রাঘাত, এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু সম্বলিত মহাবৃষ্টি এমত হইতেছিল, অনুমান হইল যে এইবার বুঝি তাবৎ সংসার ক্ষয় হইবে। আমাকে ভীত দেখিয়া কীর্ত্তিবিলাস নানা প্রকার বাক্ছলে প্রবোধ প্রদান করিয়া কহিল "হে রমণি, তুমি আমার প্রাণাধিক দ্রব্য, আমার অভিলাষ পূর্ণ করহ। বৃদ্ধপতি লইয়া কি কখন মনে সুখোদয় হয়। তুমি নবীন কামিনী, তোমার তরুণস্বামী না হইলে কি তোমার মনের মানস সিদ্ধ হয়। দেখ

রাজপুত্র· তোমার রীতি প্রকৃতি দর্শন করিয়া আমার মনে আশঙ্কা জন্মিল। ক্রমশঃ অন্তকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অতএব আমাকে সমস্ত অবগত করাও।

সৌদামিনী· যদ্যপি তোমাকে আমি জন্মাবধি অপহেলা করিতাম, যদ্যপি তুমি আমার প্রাণনষ্ট করণে উদ্যোগী হইতে—তাহা হইলেও আমি তোমাকে এ কথা কহিতে পারিতাম না—হাঁঃ—ভালবাসি বলিয়াও আমাকে এসকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু যদবধি তোমার বদন দর্শন করিতেছি তদবধি তাহা কখনই কহিতে পারিব না।

রাজপুত্র· ভাল, আমি প্রদীপের আলোক নির্ব্বাণ করিতেছি, তুমি বল।

আলোক নির্ব্বাণ করিলেন।

সৌদামিনী· রজনী প্রভাতা হইলে এই রূপে তুমি আমার দৃষ্টিপথের অতীত হইবে! হে ভগবন্ জগদীশ্বর! এইরূপে যেন আমিও প্রাণনাথের অনুবর্ত্তিনী হই। একবার যে মুখে ভালবাসি বলিয়াছি, সে মুখে এসমাচার কি রূপে ব্যক্ত করি। সহস্র জিহ্বা থাকিলেও একথা প্রকাশ করা যায়না। যদি তোমার জননী বর্ত্তমান থাকিতেন তাহা হইলে কি আমাদিগের এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত। কিন্তু

কালস্বরূপ বিমাতার দৌরাত্মে আমাদিগেরপ্রাণ নষ্ট হইবে—তোমার নাগিনী প্রায় কুটিলা বিমাতা মহারাজার সমীপে তোমার নামে মিথ্যাপবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

রাজপুত্র. প্রিয়ে, আমার যে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি অনেক কালেই জানি। যখন আমার জননী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনিই আমার দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে—হাঃ জননি—জননি—জননি।

সৌদামিনী. তিনি অতিশয় ভাগ্যবতী, কারণ এমত অবি-বেচক স্বামীহইতে মুক্ত হইয়াছেন। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াও অদ্যাপি অপত্যস্নেহ কি রূপ তাহা কিছুই জানিলেন না।

রাজপুত্র. আমার জননীর বিয়োগাবধি মহারাজ কখন আমাকে সন্তান বলিয়া স্নেহ বাক্য কহেন নাই। তাহাতেও আমি অসুখী নহি, অবশেষে এমত বিপাকে পতিত হইলাম যে———

[এক আলোক দর্শন করিয়া] কেও,———

দাসী. [অন্তর হইতে] মহারাজ, আমি অপানকার অধীনী দাসী।

রাজপুত্র. এখানে আয়—কোথায়, কি নিমিত্তে এই ভয়ানক কালে একাকিনী যাইতেছিস্—সমাচার কি?

দাসীর প্রবেশ।

দাসী· মহারাজ, সমস্ত সংবাদ প্রগাঢ় ভয়ঙ্কর—সকলে কহিতেছে যে এই ঘোরতর অন্ধকারময় নিশীথে নগরের দক্ষিণ দিক্ হইতে, বিভীষণ প্রচণ্ড প্রকাণ্ড কায় এক বিকৃতাকৃতি পুরুষ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর হুহুঙ্কার ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। শ্মশান সমুদায় পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অগ্নিশিখা গগণস্পর্শ করিয়া তারাগণকে অসীম অন্তরে নিক্ষেপ করিতেছে। মশানে নরকপাল সমূহ আহ্লাদে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিতেছে, এবং পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, যে আগামি কল্য এই স্থানে এক পুণ্যাত্মা মহাজনের মস্তক চ্ছেদন হইবে।

রাজপুত্র· তোকে এবিবরণ কে কহিয়াছে?

দাসী· মহারাজ, আমাদিগের বাটীর পুরুষেরা অন্য ব্যক্তিহইতে শুনিয়া আমাদিগকে কহিয়াছে। আর দুইজন ভদ্রলোকের মুখ হইতে শুনিয়া আইলাম, তাঁহারা আপনাকে অনুসন্ধান করিতেছেন।

রাজপুত্র· আমাকে দুই জন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতেছ?

দাসী. হাঁ, মহারাজ——

রাজপুত্র. তাঁহারা কোথায়———

দাসী. মহারাজ—তাঁহারা বহির্দ্দেশে বসিয়া আছেন।

রাজপুত্র. তুই তাঁহাদিগকে বসিতে বল্‌গে। অমি যাইতেছি।

দাসীর প্রস্থান।

সৌদামিনী হে প্রিয়নাথ, পৃথিবীতে তোমার আমার ন্যায় আর কেহ অসুখী নহে।

রাজপুত্র মনের মানস প্রিয়ে পুরাবে কে বল না।
মিছা ভ্রমে ভ্রান্ত হৈয়ে ভুলনা হে ভুলনা॥
যতেক প্রাণের সাধ কিছুই তো হল না।
জগতের সুখ জানা গেলনা হে গেলনা॥
জগতে যতেক দেখ সকলি তো ছলনা।
অতএব বৃথা দুঃখ ভালনা হে ভালনা॥
আমার যেমন দুঃখ কহিব কি বলনা।
মম সনে অন্যসহ তুলনা হে তুলনা॥
আমাকে দুই জন বন্ধু ডাকিতেছেন, অতএব এক-বার আমি তাহাদিগের নিকটে গমন করি।

সৌদামিনী মম প্রাণ বধিতে বাসনা যদি কর।
ভাব যদি প্রাণহে তোমার আমি পর॥
অপর ভাবিয়া নাথ———

দ্বারাঘাত।

রাজপুত্র. কেও,

দাসী মহারাজ, আমি আপনকার অধিনী দাসী। আমি পুনরায় আপনকার সমীপে আইলাম। সেই দুই ভদ্র ব্যক্তি আপনাকে শীঘ্র করিয়া যাইতে কহিয়াছেন; তাঁহাদের বিশেষ পরামর্শ আছে।

রাজপুত্র ভাল, চল,— প্রিয়ে আমি ত্বরায় আসিতেছি।

দাসীর এবং রাজপুত্রের প্রস্থান।

সৌদামিনী. হে নাথ, কোথায় গমন করিলে, এই অন্ধকারময় রজনীতে কি ভদ্র ব্যক্তিগণ সক্ষাৎ করিতে আইসে—হায়, ইহা কথনই সম্ভব নহে—ইহা সমস্ত দুষ্ট দুরাচারিনি বিমাতার কীর্ত্তি, হে অদৃষ্ট! প্রাণনাথের সহিত কেবল কথা কহিয়া সুখী ছিলাম তাহাও বঞ্চিৎ করিলে, ভাল কি করিব।

সৌদামিনীর প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয়।

রাজবাটী ॥

দুই প্রহর রাত্রিকালে নবীন ও মহেন্দ্রের প্রবেশ।

নবীন. ছি, তোমাকে কি বারম্বার আমি অনুরোধ করিব। সে বিষয় রাজপুত্রকে অবশ্যই অবিলম্বে বলিবা।

মহেন্দ্র. ভাই, তোমাকে কহিতে কি, রাজপুত্রকে সে সংবাদ জ্ঞাত করাইতে আমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ হয়।

নবীন· তবে তুমি তাঁহার যথার্থ মিত্র নহে, কারণ প্রকৃত মিত্রতার এরূপ চিহ্ন নহে। বন্ধুর হিতার্থে সকলি বলা যায়, অতএব এতদ্বিষয় তাঁহাকে শীঘ্র করিয়া অবগত করাইবে। তিনি এমত সংকট মধ্যে পতিত হইয়াছেন, যে তাহা হইতে তাঁহার মুক্তি পাওয়া সুকঠিন। আমরা তাঁহার বন্ধু অতএব তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

দ্বারাঘাত। দ্বার খুলিলে রাজপুত্রের প্রবেশ।

উভয়. অভিবাদন করি, মহারাজ।

রাজপুত্র কও—তোমরা অসময়ে এস্থানে কি হেতু আগমন করিয়াছ, আর তোমাদিগের মুখভঙ্গি দর্শনে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে, যে তোমাদিগের অন্তঃকরণ নানা প্রকার কুচিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। অবিকল সমস্ত বর্ণনা করহ, আমি শ্রবণ করিব।

মহেন্দ্র. মহারাজ——[আর বাক্য কহিতে অশক্ত]

রাজপুত্র. মহারাজ কহিয়াই যে স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভের ন্যায় রহিলে। সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করহ, আমি তোমাদিগের পরমাত্মীয়। তোমরা কি কোন বিপদাস্ত হইয়াছ?

মহেন্দ্র· হে জগদীশ্বর, কি অবিচার। সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট রাজকুমারের ঈদৃশ—মহারাজ, আর কহিতে অক্ষম।

রাজপুত্র. মহেন্দ্র, তুমি যে রূপ কথোপকথন করিতেছ তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কোন অমঙ্গল সমাচার অবশ্যই থাকিবে। দেখ মনুষ্য মাত্রেরিই মঙ্গলামঙ্গল আছে। মানবগণ যৎকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তৎকালে তাহা দিগকে উত্তম এবং অধম উভয়েরি ভোগী হইতে হইবে, দুঃখ না হইলে কেহই সুখা স্বাদন করিতে পারে না। সুখের কারণ অসুখ, এবং অসুখের কারণ সুখ। দেখ মৃত্যু না থাকিলে জীবনের আদর কেহই জানিত না।

মহেন্দ্র. মহারাজ, সে কথা কি কহিব। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, পাপিষ্ঠ নরাধম লোকেরা স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপণ করে, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ধার্ম্মিক সুচরিত ব্যক্তিগণ কেবল ক্লেশের ভোগী হয়েন। লোকে কহে, যে রাজকুমার বিমাতা হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে আগামি কল্য রাজকুমারের প্রাণদণ্ড করিবেন। অতএব সতর্ক হইয়া স্থানান্তর হওয়া অতি কর্ত্তব্য।

রাজপুত্র. হে বন্ধুগণ! যদবধি আমার দেহে নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে তদবধি বিপদ হইতে মুক্ত হইবার

কারণ কখন পলায়ন করিব না। যদি জগৎ পিতার এমত অনুমতি হয় যে আমি প্রাণ-ত্যাগ করিব তবে আমার জীবনধারণ করাতে আর কি সুখ আছে।

মহেন্দ্র. মহারাজ——

রাজপুত্র. হায়, তোমরা আমাকে এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার পরামর্শ দিতেছ; ইহা সমস্তই ভ্রম মাত্র। এক দিবস অবশ্যই মরণ হইবে, তবে মৃত্যুর কারণ এতাদৃশ ত্রাস কেন। যদ্যপি আমিই কেবল মরিতাম, আর কেহই কখন মরিত না, তাহা হইলেও বরং কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবার সম্ভাবনা। হে প্রিয় বন্ধুগণ! আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মাত্র ভাবিত হইও না।

মহেন্দ্র. [নবীনকে] বন্ধো, রাজকুমার একান্ত আমাদিগের কথা শুনিবেন না, অতএব তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থ অন্য কোন উপায় করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

নবীন. চল——

নবীন এবং মহেন্দ্রের প্রস্থান।

রাজপুত্র. বিমাতা—এই বাক্য সসাগর ধরাতলে যেন কাহাকে মুখেও উচ্চারণ করিতে না হয়। যদি আমি সামান্য কৃষক হইয়া নগরের প্রান্তভাগে এক কুটীর

মধ্যে বাস করিতাম, তাহা হইলেও আমার যথেষ্ট সুখোদয় হইত—প্রত্যহ স্বহস্তে নিজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতাম। দুরাচারিণী বিমাতার ভ্রষ্টতা কখনই আমাকে এরূপ ক্লেশ দিতে পারিত না। কিন্তু আমার আক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে—আমার অবস্থা দর্শন করিয়া যেন অন্যান্য লোকেরা নীতি শিক্ষা করেন যে বিমাতার প্রতি বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। হে জগদীশ্বর———

ত্বাং নমামি বামদেব পঞ্চভূত কারণং।
ত্বাং হি দেব দেবমীশ মিষ্ট কার্য্য সাধনং ॥
ত্বাং হি সর্ব্ব কারণঞ্চ ত্বাংহি সর্ব্বনাশনং।
ভক্ত বৃন্দ মানবস্য ভক্তি রজ্জু বন্ধনং ॥

মেঘনাথের প্রবেশ।

মেঘ. হে সুকুমার রাজনন্দন———

রাজপুত্র. কও—বন্ধু—এসময়ে———

মেঘ. হাঃ———

রাজপুত্র. চুপ্‌কর—বায়সেরা কলরব করিতেছে না।

মেঘ মহারাজ, ইহার অর্থ কি।

রাজপুত্র. [দ্বার খুলিলেন] হোঃ এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে আমি এক বার প্রিয়োত্তমার সমীপে গমন করি।

মেঘ. মহরাজ, রজনী প্রভাতা হইবার অধিক বিলম্ব আছে।

রাজপুত্র. না—দেখনা, ক্রমশঃ আলোকময় হইয়া উঠিল।

মেঘ. [দেখিয়া] না মহারাজ, চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ দ্বারা এরূপ আলোকময় হইয়াছে।

রাজপুত্র. না——

মেঘ. মহারাজ, তাহাই বটে।

রাজপুত্র. তবে পক্ষিগণ কি কারণ কলরব করিতেছে।

মেঘ. মহারাজ, জ্যোৎস্না হইলেই সকলে প্রফুল্ল চিত্ত হয়।

রাজপুত্র. রজনী ঘোরতর অন্ধকারময় ছিল, এক্ষণে আলোকময় হইল—জগতে সমস্ত প্রাণিবর্গ এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে কেহ২ হর্ষচিত্ত হইয়া উঠিল—কেবল আমার অন্তঃকরণই বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিল—হাঃ একবার আকাশে নেত্রপাত করহ—শশি উদয়াচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন, ইহার অর্দ্ধাংশ দেখিতেছি কারণ কি।

মেঘ. মহারাজ——

রাজপুত্র. হায়, ইহার অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে।

দূতের প্রবেশ।

দূত. মহারাজ——

প্রাণনাথ নবীন এবং মহেন্দ্রের প্রবেশ।

নবীন. হে রাজকুমার, মহারাজের অতিশয় শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, এবং তাঁহার সমস্ত দুর্ম্মতি দূর হইয়াছে। তিনি আপনাকে এক বার দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন।

রাজপুত্র. হে বন্ধো, যদি তোমরা দুইজনে একত্র হইয়া আমাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইতে, তাহা হইলে তোমাদিগের বাক্য বিশ্বাস করিতাম। তোমাদিগের সমভিব্যাহারে এক দুরাচারী নরাধম থাকাতে আমার অন্তঃকরণে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

প্রাণনাথ. মহারাজ——

রাজপুত্র. তোমাকে কোন বিধি নির্ম্মাণ করিয়াছে—তোমার ন্যায় ভয়ঙ্কর জন্তু জগতে কোথায় আছে। দেখ [তরবাল বাহির করেন।] দেখ——

প্রাণনাথ. মহারাজ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি।

মেঘ. নরাধমের মস্তকচ্ছেদন কর——

রাজপুত্র. তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তাহা এই খড়্গ দ্বারা প্রকাশ হইবে।

প্রাণনাথ. মহারাজ——

রাজপুত্র. তোমার জীবনধারণ করাতে কাহার উপকার সম্ভাবনা নাহি—সকলেই তোমার চরিত্র দর্শন

করিয়া তোমাকে ঘৃণা করে, আমি তোমাকে এই পৃথিবী হইতে দূর করিব।

প্রাণনাথকে আঘাত করেন।

প্রাণনাথ. হোঃ—হাঃ—[পতিত হইয়া মৃত্যু।]

রাজপুত্র. এবং এই রূপে অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের মৃত্যু হউক।

মেঘ. হায়, ইহা সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা।

রাজপুত্র. পৃথিবী হইতে ঐ নরাধমের ভার দূর হইল। এক্ষণে সকলে স্বস্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত পরম সুখে কালযাপন কর—আর কেহই কাহার অপকার করিবেনা। এক বার মহারাজের সমীপে চল।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক তৃতীয়াভিনয়।

রাজবাটীর শয়নাগারে মহারাজা পীড়িত হইয়া শয়ন করত।

মহারাজ. অনিত্য সুখহিল্লোলে মগ্ন হইয়া যথার্থ তত্ত্ববিস্মৃত—এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের কি প্রয়োজন, আর যুবতী ভার্য্যার কি আবশ্যক। হায়! যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, এবং অবিবেকতা প্রবল হইয়া আমাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে অবিরত রত করিয়াছিল।

নবীনের প্রবেশ।

নবীন. মহারাজ——

মহারাজ. নবীন কি অনুমান কর, আত্মার কি ধ্বংশ আছে।

নবীন. না মহারাজ——

মহারাজা. আত্মার অবশ্যই ধ্বংশ আছে—যদ্রূপ দীপের দীপ্তি তদ্রূপ আমাদিগের আত্মা। দেখ ঐ দীপ্তি যতক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে, ততক্ষণ আলোক এবং উত্তাপ বর্ত্তমান, কিন্তু একবার নির্ব্বাণ হইলে ইহা কি স্থানান্তর হয়—না— কখনই না—ইহার বিনাশই হয় তাহার কোন সন্দেহ নাহি। অস্মদাদির আত্মা তদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছে। বাল্যকাল——

রাজপুত্র, মহেন্দ্র, এবং মেঘনাথের প্রবেশ।

মহেন্দ্র. মহারাজ, এক্ষণে শরীরের গতি কি প্রকার, পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইতেছে কি।

মহারাজা. পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় যে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন, আমার সন্তান কোথায়?

রাজপুত্র. মহারাজ, আমি উপস্থিত আছি।

মহারাজা. হে সুত, আমাকে রক্ষা কর—আমাকে সমনানুচরেরা নরকপুরীর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কহিতেছে, যে যদবধি তোমার দেহ শোধন না হয় তদবধি তোমাকে আমরা

জগৎকর্ত্তার সমীপে উপস্থিত করিব না। আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে—হাঃ—হাঃ——

রাজপুত্র. হে পিতঃ, এই অভাগা সন্তানের নয়ননীর দ্বারা আপনকার শরীরদাহ নিবৃত্ত হউক।

মহারাজ তোমার জনকের শেষাবস্থা দর্শন করহ—এক্ষণে আমার কেহই প্রকৃত মিত্র নাহি। জীবদ্দশায় আত্মীয় লোকদিগকে জ্বালাতন করিয়া অপর ব্যক্তি-দিগকে আপন জন ভাবিয়া আদর করিয়াছি-লাম; তুমি আমার সন্তান অতএব তুমি কখনই আমার প্রতি অযত্ন করিবে না। হে জগদীশ্বর—[মৃত্যু]——

রাজপুত্র. জনক এবং জননী উভয়েই পরলোক প্রাপ্ত হই-লেন—আমাকে আর কে স্নেহ করিবে——[মূর্চ্ছান্বিত]

মেঘ. রাজকুমার—রাজকুমার— [রাজকুমারকে উত্থান করেন]

নবীন. [মহেন্দ্রকে] তুমি মহারাজের ঔর্দ্ধ্বদেহিক ক্রীয়ার অনুষ্ঠান করহ, আমরা রাজকুমারকে অন্যস্থানে লইয়া প্রবোধ প্রদান করি।

নবীন এবং মেঘনাথ দুইজনে রাজপুত্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দাসদিগের প্রবেশ।

মেঘনাথের প্রবেশ।

মেঘ. হে মুগ্ধে রমণি———

নবীন এবং মহেন্দ্র [অন্তর হইতে] মেঘনাথ—মেঘনাথ—দারুণ অমঙ্গল———

মেঘ. হো—ও—চল কেন———

মেঘনাথ নবীন এবং মহেন্দ্রের প্রস্থান।

রাজমহিষী. যাহা হউক ধর্ম্মেং যে আমার প্রাণ রক্ষা হইল এই যথেষ্ট ইষ্ট।

পঞ্চমাঙ্ক. পঞ্চমাভিনয়।

রাজবাটীর শয়নাগারে সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী. রতন ভাবিয়া তারে রে রেখিছি যতনে।
বিপরীত হইয়া বিধি দেয় দুঃখ মনে॥
বিধি যদি নিদয় হলো কি করি বল না।
পতি সহ যে প্রাণ দেহে সেইতো ললনা॥

এক্ষণে পূর্ব্বদিক্ কেসর বর্ণ করিয়া দিবাকর গৌরব পূর্ব্বক উদয় হইতেছেন—অবনীমণ্ডলে সকলেই স্বস্ব অভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছে—হে জগদীশ্বর! এই দুঃখিনী অভাগিনী রমণীর প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা করুন। যদ্রূপ নয়নবিহীন শরীর, তদ্রূপ পতিবিহীনা নারী।

অসি—অঙ্গনা[illegible] অঙ্গ পীড়ন করণে কিছু চিন্তা করিও না [আঘাত করেন] হাঃ—[পতিতা হয়েন]

কামিনীর কোমল প্রাণে সহেনা যাতনা।
যে যানে সে যানে যেমন প্রেমের লাঞ্ছনা ॥ [মৃত্যু]

রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজপুত্র. অদ্য তোমার প্রিয় বদন দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নের অগোচর। হাঃ—কি দর্শন করিতেছি—সমীরণ দ্বারা লপন বসন বারবার উন্মোচন হওয়াতে জ্যোতরিঙ্গণ অবলোকন করিতেছি। প্রিয়ে, গাত্রোত্থান করহ—উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়া গত রজনী জাগরণ পূর্ব্বক শরীরের জড়তা এবং আলস্য জন্মিয়াছে। হে প্রাণাধিকে, আমার প্রমুখাৎ সুখ সংবাদ শ্রবণ করিলেই হৃদয় প্রফুল্ল হইবে—গাত্রোত্থান করহ, শোকাকুল হইয়া অকুল নিদ্রাসাগরে মগ্না—গাত্রোত্থান করহ—বিশ্লেষ আশঙ্কায় জ্ঞান শূন্য হইয়াছ—দেখ, তোমার বিম্বোষ্ঠাধর বদন চুম্বন করিতেছি—কোন চিন্তা নাহি—[চুম্বন করেন] হোঃ হোঃ—হোঃ—নীহার ন্যায় শীতল [শরীরের বস্ত্র উন্মোচন করেন] হাঃ—রুধির—কোন নিষ্ঠুর দুষ্টমতি ব্যক্তি তোমার প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, মৃত কলে-

বর বটে—আমার তোমার প্রতি সহস্র গু
বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে কি করি—তোমার কার
আমি বিলাপ করিব না, মৃত্যুই পরমৌষধী [আঘা
করেন] হাঃ——হাঃ—— ওঃ [পতিত হয়েন

মেঘনাথ নবীন এবং মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মেঘনাথ. মহারাজ—মহারাজ——

রাজপুত্র. হাহতোস্মি—হে বন্ধো, বিধির পদেং বিড়ম্ব
বাল্যাবস্থাতে জননীর বিয়োগ, এবং বয়স্ক হইে
বিমাতার পীড়ন; যাহা হউক এক্ষণে আমি সক
হইতে মুক্ত হইলাম। [মৃত্যু]

নবীন. হে রাজকুমার——

মেঘ. হাঃ এক্ষণে কোথায় গমন করিলে——হে রাজ
কুমার—কোন স্থানে গমন করিলে তোমাকে দে
খিতে পাইব।

এই ছিল, এই গেল, এইরূপে সকলে।
সব ভুলে, কুতূহলে, ভাষে সুখ কমলে ॥
অহরহ, যার সহ, দেখা দেখি নয়নে।
সে আমার, আমি তার, এই জানি ভুবনে ॥
প্রেম দৃষ্টি, যারে দৃষ্টি, করিয়াছে কখন।
সে বিহীন, ত্রিভুবন, কেবলিত গহন ॥

———